দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 01 DEC 1996
পৃঃ ১ কলাম ৬

03

শিক্ষকদের সরকারী অনুদান বন্ধের সিদ্ধান্ত স্থগিত

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় খারাপ করায় শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অনুদান বন্ধের সিদ্ধান্তটি অবশেষে স্থগিত রাখা হইয়াছে। ২৭শে নভেম্বর এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। ইহার পর সারাদেশে শিক্ষকের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেওয়ার ৮ দিনের ব্যবধানে গতকাল (শনিবার) শিক্ষামন্ত্রী এ, এস, এইচ কে সাদেকের সহিত বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের জরুরী বৈঠকে সিদ্ধান্তটি স্থগিত রাখা হয়।

বৈঠকশেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমি এখনও মনে করি সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল। কিন্তু সম্মানিত শিক্ষক নেতৃবৃন্দের (২য় পৃঃ ৭-এর ক দ্রঃ)

সরকারী অনুদান

(১ম পৃঃ পর)

মতামত অনুযায়ী ইহা স্থগিত রাখা হইল। আমি আশাবাদী শিক্ষক নেতৃবৃন্দ শিক্ষার মান উন্নয়নে তাহাদের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই রক্ষা করিবেন।

চলতি বছর দেশের ৫টা শিক্ষা বোর্ডের এইচ,এস,সি পরীক্ষায় ফলাফল বিপর্যয়ের কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২৩শে নভেম্বর একটি সার্কুলার জারি করে। এই সাইর্কুলারে বলা হইয়াছিল ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত এস,এস,সি পরীক্ষায় যে সকল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর পাসের হার শূন্য অর্থাৎ কেহই পাস করে নাই, সেই সকল স্কুলের শিক্ষকদের বেতন ভাতার সরকারী অংশ আগামী একবছর স্থগিত থাকিবে। একই বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় যে সকল কলেজের পাসের হার ৫০ ভাগের কম সেই সকল কলেজের শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশের শতকরা ৪০ ভাগ আগামী ১ বৎসর পর্যন্ত কর্তন করা হইবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর পরই ঢাকাসহ সারাদেশে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন ও তাহাদের জোটের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রী গতকাল বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে জরুরী বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান। গতকাল সকাল ১০টায় বৈঠক শুরু হয়। প্রায় ৩ ঘন্টায় এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরা কেন খারাপ করিতেছে। সে সম্পর্কে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। শিক্ষকদের পক্ষ হইতে বলা হয়, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় খারাপ করিয়াছে। ইহার জন্য শিক্ষকদের এককভাবে দায়ী করা যায় না। বৈঠকে ভুয়া কাগজপত্র দেখাইয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুদান গ্রহণ ও শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। বৈঠকের এক পর্যায়ে শিক্ষামন্ত্রী আগামী ২ বছরের জন্য হইতেছে। আশা করা যায়, মার্চের মধ্যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন সম্ভব হইবে।

ভুয়া স্কুল-কলেজ প্রসঙ্গ

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ছাত্র-ছাত্রী নাই এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী অনুদান পাইতেছে। এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার। এখন হইতে কেহ নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলে নির্ধারিত জমি, ব্যাংক একাউন্ট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত আবেদনপত্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিতে হইবে। ৯০ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয় তদন্ত করিয়া সন্তোষজনক রিপোর্ট প্রদান করিলে তবেই নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় হাত দেওয়া যাইবে।

শিক্ষা প্রশাসনও দুর্নীতির ঊর্ধ্বে নয়

শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি আছে। ক্ষমতার দাপট দেখাইয়াও অনেকে দুর্নীতি করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুদান বন্ধের সিদ্ধান্তটি স্থগিত রাখার পক্ষে মতামত রাখিলে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ কোন সময় বাধিয়া না দেওয়ার জোর দাবী জানান। তাহার বলেন, "আমরা আপনাকে কথা দিতেছি, শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম রোধে বিশেষ করিয়া ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সনাক্ত করার ক্ষেত্রে অবশ্যই আন্তরিক সহযোগিতা করিব।' অবশেষে মন্ত্রী সিদ্ধান্তটি স্থগিত রাখার ঘোষণা দেন। বৈঠকে যথাশীঘ্র সম্ভব শিক্ষক কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই কমিটি শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম, বিশেষ করিয়া শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন সময় মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দিবে। শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ, মহাসচিব কাজী ফারুক আহমেদ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি কামরুজ্জামান, সহ-সভানেত্রী হেনা দাস, সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী খোরশেদ আলম, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ম আখতারুজ্জামান, প্রফেসর আসাদুল হক, আলী আকবর খান, মোহাম্মদ তোহা, মোঃ সেলিম ভুঁইয়া প্রমুখ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলন

শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সহিত বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। শিক্ষা নীতি, ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি সম্পর্কে তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন বিলম্বিত হইতেছে

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করিবে না। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিদ্যানুরাগীদের মাধ্যমে শিক্ষা নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যে ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে শিক্ষা নীতির প্রাথমিক কাজ সমাধা করা হইয়াছে। কমিটির জন্য একজন ফুলটাইম চেয়ারম্যান নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হইয়াছিল। যাহার নাম প্রস্তাব করা হইয়াছিল তিনি হঠাৎ দেশের বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় নূতন করিয়া চেয়ারম্যান খুঁজিতে